রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগষ্ট ৪, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ শ্রাবণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/২৮ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর,ও নং ২৫৮-আইন/২০১৩- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন), এর ধারা ১২০, তৃতীয় তফসিলের সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **বিধিমালার নাম** ।-এই বিধিমালা পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **"আইন"** অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌসরভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন);

(খ) **"কর"** অর্থ কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ফি, শুল্ক অথবা আইনের অধীন আরোপযোগ্য কোন করও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(গ) **"কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি"** অর্থ আইনের ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন গঠিত কর নিরূপণ ও আদায় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি;

(ঘ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার কোন ফরম;

(ঙ) **"নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৩২) এ সংজ্ঞায়িত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ; এবং

(চ) **"মেয়র"** অর্থ কোন পৌরসভার মেয়র।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪০.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর সম্পর্কিত সাধারণ বিধান

৩। **কর আরোপের প্রস্তাব** ।- (১) পৌরসভা কর্তৃক কর আরোপের সকল প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি প্রস্তুত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক প্রণীত আদর্শ কর তফসিলে উল্লিখিত হারের অধিক হারে কোন কর আরোপ করা যাইবে না ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত কর আরোপের সকল প্রস্তাব পৌরসভার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন স্থানে প্রাক-প্রকাশ করিতে হইবে ।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কর আরোপের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত কর আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ কোন ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মেয়রের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন ।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে মেয়র উহা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিটি প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণ করিয়া আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া কর আরোপের প্রস্তাব চূড়ান্ত করিবে ।

৪ । **সরকারের অনুমোদন** ।-বিধি ৩ এর অধীন গৃহীত কর আরোপের প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ পেশ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রস্তাবিত করের নাম, হার ও উহা হইতে বাৎসরিক আনুমানিক আদায়ের পরিমাণ;
(খ) বিদ্যমান করের নাম, হার ও উহা হইতে বাৎসরিক আদায়ের পরিমাণ;
(গ) যে সকল ব্যক্তি, সম্পত্তি বা পণ্য ইহার আওতাভুক্ত হইবে;
(ঘ) কর আদায়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এবং উহা আদায়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়;
(ঙ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বিগত ৩ (তিন) বৎসরের আয় ও ব্যয়;
(চ) কর আরোপের উদ্দেশ্য অর্থাৎ চলতি হিসাবের ঘাটতি মিটানো অথবা নূতন কোন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ;
(ছ) কোন ব্যতিক্রমী প্রস্তাব, যদি থাকে; এবং
(জ) কর কার্যকর হইবার তারিখ ।

৫ । **কর আরোপের বিজ্ঞপ্তি** ।-সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর কর আরোপের প্রস্তাব পৌরসভা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং যেই তারিখ হইতে উক্ত কর কার্যকর হইবে উহা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকিবে ।

৬ । **কর আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ** ।- (১) আইনের ধারা ১০১ এর অধীন সরকার কর্তৃক কোন পৌরসভাকে কর আরোপের কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং পৌরসভার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন স্থানে উহা প্রাক-প্রকাশ করিবে ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কর আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে পারে এইরূপ কোন ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব প্রকাশের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে মেয়রের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন ।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে মেয়র উহা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিটি প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণ করিয়া আপত্তি নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

৭ । **কর পরিশোধ, কর রেয়াত, ইত্যাদি** ।-(১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কর প্রত্যেক অর্থ বৎসরে চার কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কর অগ্রিম পরিশোধ করা যাইবে ।

(২) পৌরসভা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর দাতা বরাবর একটি চাহিদা বিল প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন ইমারত এবং ভূমির ক্ষেত্রে চলতি অর্থ বৎসরের-

(ক) প্রত্যেক কিস্তির জন্য ধার্যকৃত কর চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হইলে চলতি দাবীর উপর ৫%;

(খ) প্রথম কিস্তির জন্য ধার্যকৃত কর চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের সঙ্গে অবশিষ্ট তিন কিস্তির অগ্রিম কর পরিশোধ করা হইলে মোট দাবীর উপর ১০%;

(গ) কোন কিস্তির জন্য ধার্যকৃত কর চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের সঙ্গে পরবর্তী এক বা দুই কিস্তির অগ্রিম কর পরিশোধ করা হইলে মোট দাবীর উপর ৭.৫%; হারে রেয়াত প্রদান করা যাইবে।

(৪) কোন ইমারত এবং ভূমির ক্ষেত্রে কোন অর্থ বৎসরের জন্য প্রাপ্য কর সংশ্লিষ্ট বৎসরে অথবা চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রদান করা না হইলে পৌরসভা পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের খেলাপী দাবীর উপর ৫% হারে সারচার্জ আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন কর দাতাকে আংশিক বা সম্পূর্ণ সারচার্জ প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **কর জমা, ইত্যাদি**।- (১) করের অর্থ পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত কোন তফসিলি ব্যাংক অথবা পৌরসভার কার্যালয়ে জমা করিতে হইবে।

(২) পৌরসভার পক্ষে কর গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তালিকাসহ কর পরিশোধের সময় ও স্থান জনসাধারণকে অবহিত করিবার জন্য পৌরসভার কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে বিজ্ঞপ্তি আকারে টাঙ্গাইতে হইবে।

(৩) কর গ্রহণের ক্ষেত্রে রসিদ প্রদান করিতে হইবে এবং উহাতে আদায়কৃত করের পরিমাণ উল্লেখসহ আদায়কারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর থাকিবে।

৯। **কর স্থগিতকরণ**।- বিধি ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অর্থ সংকটের কারণে অথবা কোন ইমারত ৬০ (ষাট) দিনের বেশি সময় খালি থাকিলে, পৌরসভা উহার প্রাপ্য কোন কর অনধিক ৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে এবং ইমারতের ক্ষেত্রে করদাতাকে উক্ত সময়ের মধ্যে প্রদেয় করের অর্ধেক মওকুফ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কর দাতা বা তাহার প্রতিনিধি ইমারত খালি থাকিবার বিষয়টি পৌরসভাকে লিখিতভাবে নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করিবে।

১০। **বকেয়া কর আদায়, ইত্যাদি**।- (১) কোন ব্যক্তি করের কোন কিস্তি অথবা অন্য কোন প্রদেয় অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, পৌরসভা উক্তরূপ বকেয়ার তালিকা প্রণয়ন করিয়া পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিবে এবং খেলাপীকে ফরম-ক অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কর বা প্রদেয় অর্থ পরিশোধ করা না হইলে, পৌরসভা আরও ১০ (দশ) দিন সময় প্রদান করিয়া ফরম ক-১ অনুযায়ী তাগিদপত্র প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হইবার পর বকেয়াসমূহ সরকারি দাবী হিসাবে আদায়ের জন্য পৌরসভা ফরম ক-২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রোকি পরোয়ানা জারী করিতে পারিবে।

(৪) মেয়র কর্তৃক ফরম-খ অনুযায়ী এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী ক্রোকি পরোয়ানা কার্যকর করিবেন ।

(৫) ক্রোকি পরোয়ানা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিলে মেয়র, প্রয়োজনবোধে, পুলিশের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং পুলিশের সহায়তা গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত খরচ খেলাপির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে ।

১১ । **ক্রোক ও বিক্রয় করিবার পদ্ধতি** ।- (১) বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী খেলাপী করদাতাকে মৌখিকভাবে তাৎক্ষণিক বকেয়া কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ করিবেন এবং খেলাপী করদাতা উক্ত অনুরোধ প্রত্যাখান করিলে তিনি খেলাপীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া খেলাপীকে একটি রসিদ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ এর ৫নং আইন) এর ধারা ৬০ এর উপ-ধারা (১) এর শর্ত অনুযায়ী যে সকল সম্পত্তিকে ক্রোক বা বিক্রয় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে উহা ক্রোক করা যাইবে না ।

(২) ক্রোক ও বিক্রয় সম্পাদন কার্যের খরচসহ বকেয়া পাওনা ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে ।

(৩) দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রকৃত (actual) জব্দের মাধ্যমে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া জব্দকৃত মালামালের তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা সাক্ষীগণ কর্তৃক সত্যায়িত হইবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি খেলাপীকে প্রদান করিতে হইবে ।

(৪) ক্রোক সম্পাদন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী, ক্রোককৃত সকল সম্পত্তির নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন ।

(৫) ক্রোককৃত মালামাল পচনশীল হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী ঘটনাস্থলে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিতে পারিবেন ।

(৬) ক্রোককৃত মালামাল অপচনশীল হইলে ক্রোক সম্পাদন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারি উহা বিক্রয়ার্থে নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উপস্থাপন করিবেন মর্মে একটি জিম্মানামা সম্পাদনপূর্বক স্থানীয় কোন বিশ্বস্ত লোকের কাছে গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন, তবে কোন জিম্মাদার পাওয়া না গেলে উক্ত মালামাল পৌরসভার কার্যালয়ে জমা রাখিতে হইবে ।

(৭) ক্রোক সম্পাদন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা অথবা কর্মচারি মালামাল আটক করিবার তারিখ হইতে অনধিক ১০ (দশ) দিনের মধ্যে তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক মৌখিকভাবে ইহা খেলাপী ও জিম্মাদারকে, যদি থাকে, অবহিত করিবেন এবং ঢোল পিটাইয়া লোকালয়ে ঘোষণা করিবেন ।

(৮) ক্রোক সম্পাদন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারি অথবা মেয়র কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উক্ত সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে উঠাইবেন এবং ন্যূনপক্ষে পৌরসভার সংশ্লিষ্ট একজন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে ।

(৯) মেয়র, কাউন্সিলর অথবা পৌরসভার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি নিজ নামে বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে উক্ত সম্পত্তির নিলামে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না ।

(১০) বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা বকেয়া উসুল ও ক্রোক ও বিক্রয় কাজের খরচ মিটাইবার পর কোন উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে উহা খেলাপীকে ফেরত দিতে হইবে এবং যদি খেলাপীকে পাওয়া না যায় তাহা হইলে উক্ত অর্থ পৌরসভার তহবিলে জমা করিতে হইবে, এবং যদি ১ (এক) বৎসরের মধ্যে খেলাপী উক্ত অর্থ দাবী না করেন, তাহা হইলে ইহা পৌরসভার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে ।

(১১) যদি খেলাপী নিলামের পূর্বে ক্রোকের ব্যয়সহ বকেয়া পরিশোধ করেন তাহা হইলে ক্রোককৃত সম্পত্তি মালিকের নিকট অবমুক্ত করিয়া দিতে হইবে ।

১২। দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশের ক্ষমতা ।- ক্রোক সম্পাদন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা বা কর্মচারির যদি বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন গৃহে খেলাপীর অধিকারভুক্ত অস্থাবর সম্পত্তি রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি উক্ত গৃহে প্রবেশের জন্য গৃহের মালিককে অনুরোধ করিবেন এবং যদি উক্তরূপে অনুরোধ করিবার পর গৃহে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করা না হয় তাহা হইলে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তের মধ্যে তিনি উক্ত গৃহের বাহির বা ভিতরের দরজা বা জানালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ নোটিশ এবং মহিলাদেরকে গোপনীয়তা রক্ষার্থে আঙ্গিনার অন্য কোন স্থানে গমনের সুযোগ প্রদান ব্যতীত মহিলাদের ব্যবহৃত কোন কক্ষে প্রবেশ বা দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

১৩। পৌরসভার সীমা বহির্ভূত সম্পত্তি বিক্রয়। (১) ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে যদি খেলাপীর বকেয়া কর খরচসহ আদায় না হয়, এবং যদি পৌরসভার সীমানার বাহিরে খেলাপী করদাতার কোন সম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে মেয়র সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির পর জেলা প্রশাসক, উক্ত সম্পত্তি তাহার এখতিয়ারাধীন হইলে তিনি নিজে অথবা উক্ত সম্পত্তি যে পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ারাধীন সেই পৌরসভার মেয়র বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে খেলাপীর এইরূপ অবস্থাবর সম্পত্তি বা অধিকারভূক্ত মালামাল ক্রোক করিয়া বিক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিবেন।

(৩) উক্তরূপে বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ জেলা প্রশাসক অনুরোধকারী পৌরসভার মেয়রের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৪। ক্রোক ও বিক্রয়ের হিসাব রক্ষণ ।- পৌরসভা বকেয়া কর আদায়ের জন্য সকল ক্রোকি পরোয়ানা এবং বিক্রয়ের নিয়মিত হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

১৫। **অনাদায়যোগ্য কর** ।- কোন কর অনাদায়যোগ্য হইলে পৌরসভা উহার হিসাব বহি হইতে খারিজ করিবে।

১৬। **কর হ্রাস বা মওকুফকরণ** ।- পৌরসভার নিকট যদি প্রতিয়মান হয় যে, কোন কর আরোপের ফলে উহা পরিশোধের জন্য দায়ী কোন ব্যক্তির পক্ষে উহা পরিশোধ করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক, তাহা হইলে পৌরসভা উক্ত বিষয়টি কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং কমিটি বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক ধার্যকৃত করের শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ পর্যন্ত হ্রাস করিতে পারিবে এবং এইরূপ একবার হ্রাস করা হইলে হ্রাসকৃত অংশের উপর পরবর্তীতে আর হ্রাস করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ইমারত ও ভূমির উপর কর, বাতি রেইট, ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট, পানির স্থাপনা বা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট

১৭। **ইমারত ও ভূমির উপর কর** ।- ইমারত ও ভূমির বাৎসরিক মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত কর ও রেইট ধার্য করা যাইবে, যথা:-

(ক) ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর;
(খ) বাতি রেইট;
(গ) অগ্নি রেইট;
(ঘ) ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট; এবং
(ঙ) পানির স্থাপনা বা সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট।

১৮। **কর মূল্যায়ন তালিকা** ।- (১) বিধি ১৭ এ উল্লিখিত কর ও রেইট ধার্যের উদ্দেশ্যে পৌরসভা ইমারতের মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করা না হইলে এইরূপ মূল্যায়ন তালিকা প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অন্তর নূতনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) অসম্পূর্ণভাবে ভাড়া দেওয়া ইমারতের ক্ষেত্রে-

(অ) মোট বাৎসরিক ভাড়া হইতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুই মাসের ভাড়া বাদ দিতে হইবে;

(আ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে না হইয়া যদি ইমারতটি নিবন্ধিত দলিল মূলে ক্রয় বা নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত সরকার, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখা হয় তাহা হইলে বন্ধকী ঋণের উপর বাৎসরিক প্রদেয় সুদের অর্থ বাদ দিতে হইবে;

(ই) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইমারত, যেমন-হোটেল, মোটেল, প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ্যাপার্টমেন্ট, হাসপাতাল, অফিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করা হইলে বাৎসরিক প্রদেয় সুদের $\frac{1}{4}$ অংশ অর্থ বাদ দিতে হইবে;

(ঈ) কোন ইমারতের মাসিক ভাড়া অস্বাভাবিক বেশী অথবা কম বলিয়া প্রত্যায়মান হইলে উক্ত এলাকার একই ধরণ ও একই সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ইমারত যে ভাড়ায় প্রদান করা হইয়াছে বা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে উহা বিবেচনা করিতে হইবে ।

(খ) সম্পূর্ণ দখলকৃত ইমারতের ক্ষেত্রে একই ধরণ ও একই সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ইমারত বাৎসরিক সম্ভাব্য যে পরিমাণ ভাড়া প্রদান করা যাইবে অথবা কর নির্ধারণের তারিখে ভবনে অন্তর্ভুক্ত ভূমির ভূমি উন্নয়ন করসহ ইমারতের মূল্যের শতকরা সাড়ে সাত ভাগ, ইহার মধ্যে যাহা কম হইবে, উহা বাৎসরিক মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উহা হইতে নিম্নরূপ অংশ বাদ যাইবে, যথাঃ-

(অ) রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২ মাসের ভাড়া অথবা বার্ষিক মূল্যের ছয় ভাগের এক ভাগ, ইহার মধ্যে যাহা প্রযোজ্য;

(আ) দফা (অ) তে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর বার্ষিক মূল্যের এক চতুর্থাংশ;

(ই) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে না হইয়া যদি ইমারতটি নিবন্ধিত দলিল মূলে ক্রয় বা নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত সরকার, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখা হয় তাহা হইলে বন্ধকী ঋণের উপর বাৎসরিক প্রদেয় সুদের অর্থ বাদ দিতে হইবে;

(ঈ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইমারত, যেমন-হোটেল, মোটেল, প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ্যাপার্টমেন্ট ইমারত, হাসপাতাল অফিস, ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করা হইলে বাৎসরিক প্রদেয় সুদের $\frac{1}{4}$ অংশ অর্থ বাদ দেওয়া যাইবে;

(গ) আংশিক ভাড়া এবং আংশিক দখলকৃত ইমারতের ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত অংশের বার্ষিক মূল্য দফা (ক) অনুযায়ী এবং দখলকৃত বার্ষিক মূল্য দফা (খ) অনুযায়ী হিসাব করিতে হইবে ।

(৩) মূল্যায়ণ তালিকা প্রণয়নকল্পে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর নির্ধারণকারী কর্মকর্তা উপযুক্ত মনে করিলে ফরম-গ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিয়া ইমারত ও ভূমির মালিক অথবা দখলদারকে উহার ভাড়া বা বার্ষিক মূল্যের সঠিক ও নির্ভুল বিবরণী উপস্থাপনের অনুরোধ করিতে পারিবেন ।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্তরূপ নোটিশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে ফরম-ঘ এর মাধ্যমে ইমারতের সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করিবেন ।

(৫) কর নির্ধারণকারী কর্মকর্তা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী যে কোন সময় অনুরূপ ভবনে প্রবেশ, ইমারত পরিদর্শক বা পরিমাপ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ভবনে প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরিমাপের জন্য কমপক্ষে চবিক্ষশ ঘন্টা পূর্বে উহার দখলদারকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১৯। **কর নির্ধারণ তালিকা**।- পৌরসভা ফরম ঙ অনুযায়ী কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য থাকিবে, যথা:-

(ক) যে রাস্তার পার্শ্বে ইমারতটি অবস্থিত উহার নাম;
(খ) রেজিস্টারে উল্লিখিত ইমারতের নম্বর;
(গ) ইমারতের বর্ণনা;
(ঘ) ইমারতের বাৎসরিক মূল্যায়ন;
(ঙ) মালিকের নাম;
(চ) প্রদেয় বাৎসরিক কর ও রেইটের পরিমাণ;
(ছ) ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ;
(জ) ইমারতটিকে যদি কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকে সেই বিবরণ; এবং
(ঝ) পৌরসভা কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত অন্য কোন তথ্য।

২০। **কর নির্ধারণ তালিকা প্রকাশ**।- (১) বিধি ১৯ অনুযায়ী কর নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিবার পর মেয়র অথবা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত কর নির্ধারণ তালিকা পৌরসভার কার্যালয় ও প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইতে হইবে এবং মাইকযোগে ঘোষণা করিতে হইবে।

(৩) প্রথমবারের মত কোন সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ করা হইলে বা কর বৃদ্ধি করা হইলে পৌরসভা উহার মালিক বা দখলদারকে ফরম-চ এর মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করিবে।

২১। **কর মূল্যায়ন ও কর নির্ধারণ তালিকা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন, ইত্যাদি**।- (১) কোন ব্যক্তি কর মূল্যায়ন তালিকা অথবা কর নির্ধারণ তালিকা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হইলে তিনি উক্ত কর মূল্যায়ন বা কর নির্ধারণ পুনর্বিবেচনার জন্য অথবা কর হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ফরম-ছ অনুযায়ী মেয়রের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২০ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে অথবা উপ-বিধি (৩) এর অধীন নোটিশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হইবার পর এইরূপ কোন আবেদন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মেয়র উহা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি আবেদনের শুনানীর সময় ও স্থান উল্লেখ করিয়া আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করিবে এবং প্রথম শুনানীর তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে শুনানীর কার্যক্রম সমাপ্ত করিতে হইবে।

(৪) কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধির, উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গ্রহণ ও তদন্ত করিয়া কর মূল্যায়ন তালিকা বা কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন, পুনঃনির্ধারণ বা বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী অথবা তাহার প্রতিনিধি যদি নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হন তাহা হইলে কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি তাহার অনুপস্থিতিতে একতরফা সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কর মূল্যায়ন তালিকা ও কর নির্ধারণ তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নূতন তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

২২। **কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন**।- (১) নিম্নবর্ণিত কোন কারণে পৌরসভা কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কর নির্ধারণ তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম বা কোন সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইলে;

(খ) কোন ইমারতের মালিকের নামের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হইলে, যিনি হস্তান্তর বা অন্য কোনভাবে উক্ত ইমারতের মালিকানা প্রাপ্ত হইয়াছেন;

(গ) কোন ইমারতের মূল্যায়ন অথবা কর নির্ধারণ ক্রটিপূর্ণভাবে হইলে;

(ঘ) কোন ইমারত সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংস বা ভাঙ্গিয়া যাইবার কারণে উহার মূল্য হ্রাস পাইলে উক্ত ইমারতের মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে;

(ঙ) কোন করণিক ক্রটি সংশোধনের জন্য।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন সংশোধন করা প্রয়োজন হইলে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে এবং এইরূপে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ, বিধি ২১ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **কোন ইমারতের কর বৃদ্ধিকরণ**।- পৌরসভার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কর নির্ধারণ তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর কোন ইমারতের ভাড়া বা উহার কোন অংশ এমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পৌরসভার বিবেচনায় উক্ত ইমারতের পুনর্মূল্যায়ন যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ইমারতের মালিককে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া কর বৃদ্ধি করা যাইবে।

২৪। **কর নির্ধারণ সম্পর্কিত আপত্তি নিষ্পত্তিকালীন সময়ে কর পরিশোধের পদ্ধতি**।- (১) কর নির্ধারণ তালিকা অথবা কর মূল্যায়ন তালিকা পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তিকালীন সময়ের জন্য নির্ধারিত কর ও মূল্যায়ন এর উপর ভিত্তি করিয়া কর বা রেইট পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যদি আপত্তি বা পুনর্বিবেচনার আবেদন গৃহীত হয় এবং ফলশ্রুতিতে নির্ধারিত কর বা মূল্যায়ন পরিবর্তন করা হয় তাহা হইলে-

(ক) অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে অথবা পৌরসভা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ দাবীর সহিত সমন্বয় করিবে; এবং

(খ) যে কোন ঘাটতি বকেয়া কর হিসাবে গণ্য হইবে।

২৫। **ইজারাপ্রদত্ত ভূমি ও ইহার উপর নির্মিত ইমারতের একত্রে কর নির্ধারণ ক্ষমতা**।- যদি কোন ইমারত কোন একজন মালিকের অধিকারভূক্ত হয় এবং ইহা যে ভূমির উপর অবস্থিত উহা অন্য কোন ব্যক্তির অধিকারভূক্ত হয়, তাহা হইলে পৌরসভা এইরূপ ইমারত ও ভূমিকে একক ইমারত বিবেচনা করিয়া সর্বোত্তম সুবিধাজনক ও উপযুক্ত পন্থায় কর নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৬। **স্বত্ব হস্তান্তর বিজ্ঞপ্তি**।- (১) কোন ইমারত বা ভূমির মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর করা হইলে, হস্তান্তরকারী উক্ত রূপ হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অথবা হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে প্রকৃত হস্তান্তরের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পৌরসভাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) যদি উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের বিষয় পৌরসভাকে অবহিত করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত ইমারত বা ভূমির উপর নির্ধারিত কর অথবা রেইট ছাড়াও হস্তান্তরকারী তাহার অবহেলার দরুন অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উক্ত হস্তান্তরের বিষয়টি পৌরসভাকে অবহিত করেন এবং পৌরসভার বহিতে হস্তান্তরের বিষয়টি নথিভুক্ত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা যুক্তিসংগত কারণে ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই বিধির কোন কিছুই উক্ত কর বা রেইট সম্পর্কিত হস্তান্তরগ্রহীতার দায় হ্রাস করিবে না অথবা তদ্‌বিষয়ে প্রাপ্য কর অথবা রেইট আদায়ে পৌরসভার পূর্ববর্তী দাবীকে প্রভাবিত করিবে না এবং যে তারিখে হস্তান্তর সম্পাদন হইয়াছে পৌরসভা সন্তুষ্ট হইলে উক্ত তারিখ হইতে হস্তান্তরগ্রহীতার নামে কর নির্ধারণ তালিকা পুনর্বহাল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একই সময়ের জন্য হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হইতে কর আদায় করা যাইবে না।

২৭। **উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি বা ইমারত সম্পর্কে নোটিশ প্রদান**।- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি ও ইমারতের মালিক এইরূপ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে মেয়রকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

২৮। **কর পরিশোধের দায়িত্ব**।- এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, ইমারতের বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্যকৃত কর ইমারতের মালিক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে এবং মালিক খেলাপি হইলে উহা দখলদার কর্তৃক, যদি থাকে, মালিককে প্রদেয় ভাড়া হইতে ক্রোকপূর্বক আদায় করা যাইবে।

২৯। **বাজেট চূড়ান্ত করিবার পূর্বে কর নির্ধারণ**।- বাৎসরিক বাজেট চূড়ান্তকরণের পূর্বে পৌরসভা ভূমি ও ইমারতের বাৎসরিক মূল্যের উপর বিধি ১৭ এ উল্লিখিত যে কোন কর অথবা রেইটের শতকরা হার নির্ধারণ করিবে, যাহা পরবর্তী অর্থ বৎসরে আরোপিত হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত শতকরা হার পরবর্তী হার নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৩০। **কতিপয় ইমারতের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা**।- ধর্মীয় উপাসনালয়, শবাগার, রেজিস্ট্রিকৃত জনসাধারণের দাফন অথবা দাহের স্থানের উপর ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইটসহ কোন কর আরোপ করা যাইবে না।

(২) যে সকল ইমারত শুধুমাত্র জনহিতকর কার্যে ব্যবহৃত হয় পৌরসভা সেই সকল ইমারতকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কর হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

৩১। **পানি ও বাতি রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা**।- নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পানি ও বাতি-রেইট আরোপিত হইবে, যথা:-

(ক) যে এলাকায়, পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন অথবা আলোকিত করিবার জন্য তার, ক্যাবল, ল্যাম্প-পোস্ট স্থাপন করা হইয়াছে অথবা অনুরূপ যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য কোন প্রকল্প অনুমোদিত হইয়াছে শুধুমাত্র সেই এলাকার ইমারতের উপর রেইট আরোপ করা যাইবে;

(খ) কোন এলাকার ইমারতের উপর আরোপিত রেইট আদায় করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয় বা বাতি জ্বালানো হয়; এবং

(গ) রাস্তার বাতির পয়েন্ট হইতে ৩ (তিন) শত ফুটের বাহিরে অবস্থিত কোন ইমারতের উপর বাতি রেইট আরোপ করা যাইবে না।

৩২। **ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা**।- কোন এলাকায় পৌরসভা কর্তৃক শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, মলকুন্ড, বর্জ্য, আবর্জনা এবং জনপথ পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত এলাকায় ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপ করা যাইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর

৩৩। **স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর ও আদায় পদ্ধতি**।- (১) পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত এলাকায় স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে কর আদায়যোগ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আরোপিত কর, যে সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর দলিল নিবন্ধনের জন্য উপস্থাপন করা হইবে সেই কর্মকর্তা কর্তৃক দলিল নিবন্ধনের সময় আদায় করা হইবে এবং আদায়কৃত অর্থের জন্য পরিশোধকারী ব্যক্তিকে ফরম-জ অনুযায়ী একটি রশিদ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আদায়কৃত সকল অর্থ সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক ফরম-ঝ রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ফরম-ঞ অনুযায়ী ক্যাশ বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন আদায়কৃত অর্থ হইতে, এই বিধি এবং বিধি ৩৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত কর্মচারিদের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি বাবদ খরচ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অংশ, বাদ দিয়া অনতিবিলম্বে অবশিষ্ট অর্থ ফরম-ট অনুযায়ী ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার ট্রেজারি, সাব-ট্রেজারি অথবা পৌরসভার হিসাবে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক সাব-রেজিস্ট্রার ফরম-ঠ এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের মাসিক বিবরণী সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রার এর নিকট দাখিল করিবেন।

(৬) জেলা রেজিস্ট্রার উপ-বিধি (৫) এর অধীন প্রাপ্ত বিবরণীসমূহ একীভূত করিয়া ফরম-ড অনুযায়ী একটি মাসিক বিবরণী, মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভা বরাবর প্রেরণ করিবেন।

(৭) নিবন্ধন পরিদপ্তরের পরিদর্শন কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে আদায়কৃত করের হিসাব, সময় সময়, পরীক্ষা করিবেন এবং মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৮) মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন পৌরসভায় জমাকৃত আদায়সমূহের একীভূত মাসিক বিবরণ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ আদায় বাবদ খরচের বিয়োজন এবং এইরূপ আদায় ও বিয়োজনের বাৎসরিক বিবরণী স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করিবেন।

(৯) মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন প্রতি বৎসর ৩১ মের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ আদায়ের পরিমাণ এবং পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য আদায় বাবদ খরচের বাৎসরিক আনুমানিক বাজেট স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন।

(১০) পৌরসভা এই বিধিতে উল্লিখিত রেজিস্ট্রার বহি ও ফরমসমূহ সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয়ে সরবরাহ করিবে।

৩৪। **কর্মচারি নিয়োগ ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ**।- (১) মহাপরিদর্শক নিবন্ধন, বিধি ৩৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি তাহাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নূতন পদ সৃষ্টি বা বিধি ৩৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধির অধীন মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে তাহার যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের উপর কর

৩৫। **সিনেমা, ইত্যাদির উপর কর**।- (১) পৌরসভা উহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে সিনেমা, ড্রামা, নাট্য প্রদর্শনী এবং আমোদ-প্রমোদ ও চিত্ত বিনোদনের উপর কর আরোপ করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা জনসমাবেশের দর্শকগণের নিকট হইতে প্রবেশ ফি এর মূল্যের উপ ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পশুর উপর কর

৩৬। **পশুর উপর কর**।- (১) পৌরসভা পশু খামার স্থাপন ও বিপজ্জনক নয় এইরূপ পশু পালন, গবাদি পশু প্রদর্শন ও চিড়িয়াখানা স্থাপনের অনুমতি বা, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পশু খামার স্থাপন, পশু পালন, গবাদি পশু প্রদর্শন ও চিড়িয়াখানা স্থাপনের জন্য পৌরসভা কর ধার্য ও আদায় করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত পশুর উপর কর আরোপ করা যাইবে না, যথাঃ-

(ক) সরকার বা পৌরসভার মালিকানাধীন পশু; এবং

(খ) সামরিক বাহিনীর কাজের জন্য ব্যবহৃত পশু।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ধার্যকৃত কর প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার এক মাস পূর্বে পৌরসভা প্রকাশ করিবে।

৩৭। **কর পরিশোধ**।- (১) বিধি ৩৬ এর অধীন ধার্যকৃত কর প্রত্যেক পশুর মালিক প্রতি অর্থ বৎসরের প্রথম মাসে পৌরসভা কার্যালয়ে পরিশোধ করিয়া উহার রশিদ গ্রহণ করিবেন, যাহাতে পশুর নম্বর ও বর্ণনা এবং যে সময়ের জন্য কর পরিশোধ করা হইয়াছে উহার উল্লেখ থাকিবে এবং এইরূপ রশিদ পশুর মালিকানা ও ব্যবহারের লাইসেন্স হিসাবেও গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পর এমন কোন পশুর মালিকানা অর্জন করেন যাহার উপর কর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত অর্থ-বৎসরের জন্য কোন লাইসেন্স প্রদান করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশুর মালিকানা অর্জনের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ-বৎসরের অনতিবাহিত সময়ের জন্য আনুপাতিক হারে কর পরিশোধ করিবেন।

৩৮। **মালিকের অবর্তমানে দায়**।- কর আরোপিত হইয়াছে এইরূপ পশুর মালিক যদি পৌরসভার অভ্যন্তরে বসবাস না করেন তাহা হইলে যে ব্যক্তির মালিকানাধীন পশুটি রহিয়াছে সেই ব্যক্তি উক্ত পশুর জন্য ধার্যকৃত কর পরিশোধ করিয়া রশিদ গ্রহণ করিবেন।

৩৯। **লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির তালিকা**।- চলতি অর্থ-বৎসরে পশুর জন্য যে সকল ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহারা যে সকল পশুর কর পরিশোধ করিয়াছেন, পৌরসভা, সময় সময়, ইহার তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং রেজিস্ট্রার বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সংরক্ষণ করিবে এবং পরিদর্শনে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য উহা উন্মুক্ত করিবে।

৪০। **কর ফেরত প্রদান**।- কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে পৌরসভা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে অর্থ-বৎসরের জন্য যে পশুর লাইসেন্স গ্রহণ করা হইয়াছে সেই পশু উক্ত বৎসরে পৌরসভার সীমার মধ্যে রক্ষিত বা ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা হইলে পৌরসভা উক্ত বৎসরের যে সময়ের জন্য এইরূপ পশু পৌরসভায় রক্ষিত ও ব্যবহৃত হয় নাই সেই সময়ের জন্য করের আনুপাতিক হারে কর ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

৪১। **দ্বৈত করের উপর নিষেধাজ্ঞা**।- একাধিক পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন অথবা ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত পশুর ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক কর আরোপ করা যাইবে না এবং এইক্ষেত্রে যে পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বা ইউনিয়ন পরিষদে পশু রাখা হইবে সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর ধার্য করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
মোটরগাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর

৪২। **মোটরগাড়ী ও নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর**।- (১) পৌরসভা মোটরগাড়ী ও নৌকা ব্যতীত পৌরসভার সীমার মধ্যে সাধারণ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত যানবাহন, যেমন-রিক্সা, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, ইত্যাদির উপর কর আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আদেশ জারির মাধ্যমে উহা প্রকাশ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা পৌরসভার মালিকাধীন যানবাহনের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যানবাহনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিককে পৌরসভার নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪৩। **যানবাহনের মালিকানা হস্তান্তর**।- বিধি ৪২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন নিবন্ধিত কোন যানবাহনের মালিকানা হস্তান্তর করা হইলে যে ব্যক্তির নিকট উহা হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহার নামে হস্তান্তরের এক মাসের মধ্যে নূতন করিয়া নিবন্ধন করাইতে হইবে এবং প্রত্যেক পুনঃনিবন্ধনের জন্য ধার্যকৃত ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

৪৪। **অনিবন্ধিত যানবাহন আটক এবং বিক্রয়**।- (১) যদি কোন ব্যক্তি বিধি ৪২ এর উপ-বিধি (১) ও ৪৩ এর অধীন নিবন্ধন না করিয়া কোন যানবাহনের মালিক হন বা রাখেন তাহা হইলে পৌরসভা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এইরূপ যানবাহন আটক করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আটকের পর মেয়র অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিবেন যে, নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধন ফি ও নির্ধারিত কর পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথায় নোটিশ বর্ণিত সময় ও স্থানে নিলামের মাধ্যমে আটককৃত যানবাহন বিক্রয় করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন ফি ও কর পরিশোধ করা হইলে আটককৃত যানবাহনটি উহার মালিকের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে, যদি নিবন্ধন ফি ও কর পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে আটককৃত যানবাহনটি নিলামে বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ভূত খরচসহ নির্ধারিত কর আদায় করিতে পারিবে এবং কোন উদ্বৃত্ত থাকিলে সংশ্লিষ্ট মালিককে ফেরত দিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
টোল

৪৫। **টোলবার ও ফেরী**।- (১) পৌরসভার সম্মতিক্রমে, সরকার পৌরসভার এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন রাস্তা বা সেতুর উপর স্থাপিত টোলবার বা ফেরী পৌরসভা কর্তৃক ব্যবস্থাপনার জন্য হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত এইরূপ কোন টোলবার বা ফেরীর ব্যবস্থাপনাকালে ইহা পৌরসভার টোলবার বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার ও পৌরসভার মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে উহা হইতে অর্জিত মুনাফা বা উহার অংশ বিশেষ পৌরসভার তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(২) সরকারের অনমোদনক্রমে, পৌরসভা কর্তৃক নির্মিত ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোন রাস্তা অথবা সেতুর উপর অথবা এইরূপ রাস্তা ও সেতু সংলগ্ন সুবিধাজনকভাবে কোন স্থানে পৌরসভা টোলবার স্থাপন ও টোল আরোপ করিতে পারিবে এবং আদায়কৃত অর্থ পৌরসভার তহবিলে জমা হইবে।

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে, পৌরসভা ফেরী স্থাপন করিতে পারিবে অথবা পৌরসভার এলাকার মধ্যে বেসরকারি ফেরী, যাহা কোন স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের অধিকারভুক্ত নহে, পৌরসভার ফেরী হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে এবং উহার উপর টোল আরোপ করিতে পারিবে।

৪৬। **টোলের হার প্রকাশ**।- (১) কোন সড়ক, সেতু বা ফেরীর উপর টোল আরোপ করা হইলে টোলের হার জনসাধারণকে জানাইবার উদ্দেশ্যে পৌরসভা উহার কার্যালয়ে ও অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিবে।

(২) টোল তালিকা প্রত্যেক টোলবার বা ফেরীর নিকটস্থ প্রকাশ্য কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে টোল প্রদানকারী সকল ব্যক্তি উহা সহজে পড়িতে পারেন।

৪৭। **টোলবার এবং ফেরী ইজারা প্রদান**।- পৌরসভা উহার উপর ন্যস্ত কোন টোলবার বা ফেরী ইজারা প্রদান করিতে পারিবে এবং এক বৎসরের অধিক সময়ের জন্য এইরূপ ইজারা প্রদান করা যাইবে না।

(২) প্রকাশ্য দরপত্র আহ্বান ও নিলামের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে এবং পৌরসভা নিলামের সময় ও স্থান সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে এবং মেয়র বা তদ্‌কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিলাম অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) ইজারার জন্য ইজারা গ্রহীতার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে, যথা:-

(ক) ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য টাকার পরিমাণ এবং কিস্তির সংখ্যা;
(খ) জনসাধারণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হার; এবং
(গ) পৌরসভার সম্পত্তি যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ইজারা গ্রহীতার দায়িত্ব।

৪৮। **ধার্যকৃত টোলের অধিক টোল আদায় নিষিদ্ধ**।- এই বিধিমালার অধীন ধার্যকৃত টোলের অধিক টোল আদায় করা যাইবে না।

৪৯। **ইজারা বাতিল**।- (১) এই বিধিমালার অধীন কোন ইজারা গ্রহীতা অথবা তাহার প্রতিনিধি ধার্যকৃত টোলের অধিক টোল দাবী অথবা আদায় করিলে বা ইজারার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে ইজারা বাতিলযোগ্য হইবে।

(২) যদি পৌরসভার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন তাহা হইলে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এইরূপ কার্য সম্পাদনের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পৌরসভা কর্তৃক নির্দেশিত কাজ করিতে ব্যর্থ হইলে পৌরসভা তাৎক্ষণিকভাবে ইজারা বাতিল করিতে পারিবে এবং ইজারা গ্রহীতার ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, স্থাপনা, ইত্যাদি স্বীয় দখলে নিয়ে নিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ দখল লইবার এক সপ্তাহের মধ্যে পৌরসভা ইজারা গ্রহীতাকে স্থায়ীভাবে অথবা নোটিশে বর্ণিত সময়ের জন্য রাখিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৫০। **পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ**।-টোল আদায়ের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইলে, প্রয়োজনে, পুলিশ কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে।

৫১। **টোল প্রদান না করিয়া টোলবার বা ফেরী পার হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা**।-(১) কোন ব্যক্তি টোল প্রদান না করিয়া টোলবার বা ফেরীর মাধ্যমে যানবাহন, যাহা টোল প্রদান হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নহে, পারাপার করিবেন না কিংবা কৌশলে এড়াইয়া যাইবেন না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং এইরূপে আদায়কৃত জরিমানার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রশিদ প্রদান করিতে হইবে এবং একটি কপি পৌরসভায় প্রেরণ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়
বিজ্ঞাপনের উপর কর

৫২। **বিজ্ঞাপনের উপর কর** ।-(১) পৌরসভার উহার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত জনপথ, জনপথের প্রান্তলগ্ন কোন ভূমি, সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন ইমরাতের উপর বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের উপর কর ধার্য করিতে পারিবে।

(২) পৌরসভা বিজ্ঞাপনের উপর ধার্যকৃত করের হার বৎসর শুরু হইবার পূর্বে নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন অবকাঠামো নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তজ্জন্য পৌরসভার অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর পৌরসভা, প্রয়োজনে, অন্যান্য বিবরণ ও দলিল দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) আবেদনপত্র ও কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া পৌরসভা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে নির্ধারিত কর আদায় করিয়া অনুমতিপত্র প্রদান করিবে এবং উক্ত অনুমতিপত্র বিজ্ঞাপনের বিবরণ, পরিমাপ, অবস্থান, কর আদায়ের পরিমাণ, বিজ্ঞাপনদাতার নাম ও ঠিকানা উল্লিখিত থাকিবে।

দশম অধ্যায়
বিবিধ

৫৩। **অন্যান্য কর আরোপ** ।- পৌরসভা কর্তৃক এই বিধিমালায় উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোন কর, রেইট, ফি, ইত্যাদি আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত** ।-(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে The Municipal Committee (Taxation) Rules, 1960, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত বিধিমালার অধীন আরোপিত কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফি ও অন্যান্য দাবী এই বিধিমালার অধীন আরোপিত ও দাবীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং চলমান ও অনিষ্পত্তিকৃত কার্যক্রম, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন চলমান থাকিবে ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

তফসিল

ফরম-ক

[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

বকেয়া কর আদায়ের নোটিশ

বরাবর,

.... পৌরসভার..

নং ওয়ার্ডবাসী জনাব/বেগম... সমীপে। ইহার সঙ্গে যে বিল পাঠানো হইল তদানুসারে আপনার .... টাকা বকেয়া পাওনা হইয়াছে এবং এক্ষণে আপনার নিকট সেই টাকা দাবি করা হইতেছে। এই টাকা লইবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে কিংবা পৌরসভা কার্যালয়ে অত্র নোটিশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এই টাকা পরিশোধ না করিলে আপনার মালামাল ও দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় (নিলামকরণ) দ্বারা কিংবা আইনতঃ অন্য যে বিধান রহিয়াছে সেই বিধানমতে যাবতীয় খরচার সহিত উক্ত টাকা আদায় করা হইবে।

তারিখ...................................., ২০.......................... সন।

মেয়র

.... পৌরসভা।

নোটিশ জারীকারকের স্বাক্ষর ঃ

.... পৌরসভার কার্যালয়

বিলের নকল

বিল নম্বর.................................. হোল্ডিং নম্বর............................... ওয়ার্ড নম্বর...........................

মহল্লা/রাস্তার নাম...

করদাতার নাম...

পিতা/স্বামীর নাম...

উপরোক্ত বাড়ির...................... সনের.................... ত্রৈমাসিক কিস্তি হইবে...............

সনের............................

ত্রৈমাসিক কিস্তি পর্যন্ত দাবির পরিমাণ ঃ

ইমারত ও ভূমির উপর কর ঃ

আবর্জনা অপসারণ রেইট ঃ

সড়ক বাতি রেইট ঃ

পানি রেইট ঃ

সর্বমোট ঃ

নম্বর.................................. মেয়র

তারিখ................, ২০.......... সন। .... পৌরসভা।

ফরম-ক-১

[বিধি ১০(২) দ্রষ্টব্য]

বকেয়া কর আদায়ের তাগিদাপত্র

বরাবর,

.... পৌরসভার.. নং ওয়ার্ডবাসী জনাব/বেগম.. সমীপে। অত্র কার্যালয় হইতে .... তারিখের দাবির বিল সম্বলিত নোটিশ জারীর পর ১৫ (পনের) দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি দাবির অর্থ আজও পরিশোধ করেন নাই।

অতএব, আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, অত্র তাগিদপত্র জারীর তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সমুদয় দাবির অর্থ (সর্বমোট বকেয়া) আপনি অবশ্যই পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক পৌরকর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আশা করি আপনি স্বেচ্ছায় এবং নিজের স্বার্থে উক্ত করের সমুদয় টাকা উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করিবেন এবং করের টাকা আদায়কল্পে অপ্রীতিকর পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিবেন না।

নং......................

তারিখ.........................., ২০............. সন।

মেয়র

.... পৌরসভা।

ফরম-ক-২

[বিধি ১০(৩) দ্রষ্টব্য]

ক্রোকী পরোয়ানা

জনাব/বেগম..
... . অপর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত টাকা পৌরসভার বকেয়া কর বাবদ আপনি দেনা আছেন। ইতিপূর্বে আপনার বরাবরে দাবির নোটিশ ও উহার তাগিদপত্র দেওয়া হইলেও আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেনার টাকা পরিশোধ করেন নাই। এইক্ষণে আপনার নিকট পাওনা টাকা সরকারি দাবি হিসেবে গণ্য হইয়াছে এবং তাহা আদায়ের জন্য দাবি করা হইতেছে। এই টাকা আদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কিংবা পৌরসভা অফিসে অত্র নোটিশ জারীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে দাবিকৃত সমুদয় টাকা পরিশোধ না করিলে আর কোন পত্র যোগাযোগ ছাড়াই আপনার উক্ত মালামাল ও দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় (নিলামকরণ) দ্বারা প্রাসঙ্গিক সকল খরচাসহ আদায় করা হইবে।

নং......................

তারিখ........................., ২০............. সন।

মেয়র

.... পৌরসভা।

নোটিশ জারীকারকের স্বাক্ষর...........................

.... পৌরসভার কার্যালয়

বিলের নকল

বিল নম্বর.................................... হোল্ডিং নম্বর................................. ওয়ার্ড নম্বর.............................

মহল্লা/রাস্তার নাম...

করদাতার নাম..

পিতা/স্বামীর নাম..

উপরোক্ত বাড়ির........................ সনের...................... ত্রৈমাসিক কিস্তি হইবে................. সনের................

ত্রৈমাসিক কিস্তি পর্যন্ত দাবির পরিমাণ ঃ

ইমারত ও ভূমির উপর কর ঃ

আবর্জনা অপসারণ রেইট ঃ

সড়ক বাতি রেইট ঃ

পানি রেইট ঃ

সর্বমোট ঃ

নম্বর....................... মেয়র

তারিখ..........................., ২০............. সন। .... পৌরসভা।

ফরম-খ
[বিধি ১০(৪) দ্রষ্টব্য]
ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত আদেশপত্র

স্মারক নং ঃ..................................... তারিখ ঃ...........................

যেহেতু অত্র পৌরসভার................................ নং ওয়ার্ড নিবাসী জনাব/বেগম... পিতা/স্বামী................................ হোল্ডিং নং....................... রাস্তা/মহল্লা................................ এর নিকট নিম্নে লিখিত বিবরণ অনুযায়ী হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ মোট.............................. টাকা পাওনা হইয়াছে এবং তাহাকে নিয়মিত দাবির নোটিশ প্রদান (তাগিদ প্রদান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং অতঃপর চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানের ১৫ দিন গত হইলেও উক্ত দেনাদার সেই পাওনা পরিশোধ করেন নাই বা পরিশোধ না করিবার উপযুক্ত হেতু দর্শান নাই।

অতএব, আপনি জনাব/ বেগম.. কে এই মর্মে ক্ষমতা প্রদান করা হইল যে, উক্ত দেনাদারের মোট .... টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি পৌরসভার অন্তর্গত যে কোন স্থানে পাইতে পারেন বা নিম্নে লিখিত হোল্ডিং এর মধ্যে পাইতে পারেন তাহা ক্রোককরণের ও সেই দ্রব্য ক্রোক করিবার, লইবার, রাখিবার ও বিক্রয় করিবার খরচ শোধ করণের উপযুক্ত আরও............................ টাকার মালামাল/দ্রব্য লইবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হইল। বাহিরে কোন মালামাল/দ্রব্য ক্রোক করিবার মতো না পাইলে বিধিমালা অনুযায়ী ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া ঘরের অভ্যন্তরের মালামাল/দ্রব্য ক্রোক করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইল। উক্ত মালামাল/দ্রব্য ক্রোক করণের ১০ দিনের মধ্যে উক্ত....................................... টাকা আদায় না হইলে ক্রোককৃত মালামাল/দ্রব্য নিলামে বিক্রয় করিবেন এবং নিলামে বিক্রয়ের দ্বারা পৌরসভার পাওনা.................................. টাকা এবং ঐ মালামাল/দ্রব্য ক্রোক করিবার, লইবার, রাখিবার ও নিলাম করিবার খরচের টাকা বাদ দিলে তাহাতে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা, যাহার সম্পত্তি ক্রোক করা হইল, তাহাকে ফেরত দিবেন এবং তাহাকে পাওনা না গেলে উদ্বৃত্ত টাকা পৌরসভায় জমা দিবেন। যদি উক্ত ব্যক্তির ক্রোক করিবার উপযুক্ত কোন মালামাল/দ্রব্য পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আপনার লিখিত নোটসহ পৌর কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন। ক্রোক ও বিক্রয় কার্য সম্পাদনে আপনি পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় বিধিমালা, ২০১৩ অনুসরণ করিবেন।

পাওনার বিবরণ

.... সনের .... ত্রৈমাসিক কিস্তি হইতে...................সনের................... ত্রৈমাসিক কিস্তি পর্যন্ত **সর্বমোট দাবির পরিমাণ ঃ**

ইমারত ও ভূমির উপর কর	ঃ ....
আবর্জনা অপসারণ রেইট	ঃ ....
সড়ক বাতি রেইট	ঃ ....
পানি রেইট	ঃ ....
মোট	ঃ ....
ওয়ারেন্টি ফি	ঃ ....
সর্বমোট	ঃ ....
(কথায়	ঃ ....)

মেয়র
.... পৌরসভা।

ফরম-গ

[বিধি ১৮(৩) দ্রষ্টব্য]

ইমারত বা ভূমির ভাড়া বা বার্ষিক মূল্যের সঠিক বিবরণী উপস্থাপনের জন্য নোটিশ

স্মারক নং ঃ.. তারিখ ঃ...........................

প্রাপক ঃ..

পিতা/স্বামীর নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ..

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর ১৮(৩) এর অধীন অত্র পৌরসভার ইমারত ও ভূমির সংশোধিত মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্য এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত ফরম-ঘ অনুযায়ী উপরোল্লিখিত ঠিকানায় বর্ণিত আপনার হোল্ডিং এর ভূমি ও তদস্থিত ইমারতের শুদ্ধ ও সঠিক বর্ণনাসহ উহার প্রকৃত ও সঠিক ভাড়া অথবা বাৎসরিক মূল্যায়নের রিটার্ণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল। খেলাপের ক্ষেত্রে আইনত অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত এককালীন জরিমানা এবং তদোপরি আপনি যে সময়কাল পর্যন্ত রিটার্ণ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইবেন উহার প্রতিদিনের জন্য দৈনিক অনধিক পাঁচ টাকা হারে অতিরিক্ত জরিমানা দিতে আপনি বাধ্য থাকিবেন।

....

.... পৌরসভা।

ফরম-ঘ

[বিধি ১৮(৪) দ্রষ্টব্য]

ইমারত বা ভূমির ভাড়া বা বার্ষিক মূল্যের বিবরণী

১। ওয়ার্ডের নাম ঃ...

২। মহল্লা/সড়ক/রাস্তার ঃ..

৩। কর নির্ধারণী তালিকায় ইমারত ও ভূমির (হোল্ডিং) বর্তমান নম্বর ঃ...

৪। (ক) হোল্ডিং এর মালিকের (মালিকগণের) নাম ঃ...

পিতা/স্বামীর নাম ঃ...

(খ) দখলকারের (দখলকারগণের) নাম ঃ...

পিতা/স্বামীর নাম ঃ...

৫। ইমারত ও ভূমি দ্বারা বেষ্টিত আয়তন

(ক) ইমারত দ্বারা (১) পাকা ইমারত ঃ...

(২) আধা পাকা ঃ...

(৩) কাঁচা ঃ..

(৪) মোট ঃ ....

(খ) খালি ভূমি দ্বারা

(১) পুকুর/ডোবা

(২) খাল

(৩) বাগান

(৪) কাঁচা পায়খানা

(৫) অন্যান্য ব্যবহার্য

(৬) ইমারতের বর্ণনা (অপর পৃষ্ঠার বিবরণ অনুযায়ী দাখিল করিতে হইবে)

....

(রিটার্ণ প্রদানকারীর স্বাক্ষর)

(.. কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

৬। ইমারত ও ভূমির নতুন হোল্ডিং নম্বর (যদি দেওয়া হয়) ঃ..

৭। .... কর্তৃক নির্ধারণকৃত বাৎসরিক মূল্যায়ন

বসবাসকারী	আবাসিক ইমারত	দোকান/গুদাম/শিল্প কারখানা/ওয়ার্কশপ	খালি জায়গা (যদি আলাদাভাবে মূল্যায়নকৃত হইয়া থাকে)	মোট
(ক) মালিক (নিজে) (খ) দখলকার (ভাড়াটিয়া ইত্যাদি)				

মোট ....

৮। একই এলাকা বা রাস্তায় একই ধরণের সম্পত্তির কর নির্ধারণে যদি পার্থক্য হয় তবে কেন পার্থক্য হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত কারণসহ বাৎসরিক মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি জ্ঞাত করাইয়া কর নির্ধারকের মন্তব্য ঃ

....

পৌরসভা.................... ।

ইমারতের বর্ণনা
(পূর্ব পৃষ্ঠার ক্রমিক নং ৬ অনুযায়ী)

ইমারতের প্রকার	নির্মাণের ধরণঃ পাকা ইমারত, আধা পাকা ইমারত, কাঁচা ঘর, অস্থায়ী কাঠের বাড়ি, সমতল অথবা টালিযুক্ত ছাদ, অথবা হোগলা, খড় পাতার ছাউনী অথবা ঢেউ টিনের শেড অথবা ফ্ল্যাট ইত্যাদি	ইমারতের বয়স ও বর্তমান অবস্থা	তলার সংখ্যা	সংখ্যা, আকৃতি ও বর্ণনা					বর্তমান মূল্য অথবা মালিক/দখলকারের দখলে ইমারত ও সংলগ্ন ভূমির বাৎসরিক ভাড়া	মন্তব্য
				কক্ষ সংখ্যা	বারান্দা (খোলা বা বন্ধ)	স্নান কক্ষ	সিঁড়ি	মেঝের মোট আয়তন		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক) মালিকের দখলে (১) আবাসিক ইমারত (২) দোকান/গুদাম/শিল্প কারখানা/ওয়ার্কশপ (খ) দখলকারের দখলে (১) আবাসিক ইমারত (২) দোকান/গুদাম/শিল্প কারখানা/ওয়ার্কশপ										

ফরম-৬
[বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য]
.... সালের কর নির্ধারণ তালিকা

ক্রঃ নং	যে রাস্তায় ইমারত অবস্থিত তার নাম	ইমারতের হোল্ডিং নম্বর		ইমারতের বর্ণনা	ইমারতের বাৎসরিক মূল্যায়ন	মালিকের নাম	প্রদেয় কর অথবা রেটের প্রকার	বাৎসরিক প্রদেয় কর অথবা রেটের পরিমাণ						ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ	অন্য কোন বিবরণ	মন্তব্য
		সাবেক	নতুন					হোল্ডিং	কঞ্জারভেন্সি	পানি	সড়ক বাতি	অগ্নি	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

ফরম-চ
[বিধি ২০(৩) দ্রষ্টব্য]
পৌরকর নির্ধারণ সম্পর্কে অবগতির নোটিশ

স্মারক নং ঃ.. তারিখ ঃ............................

হোল্ডিং মালিকের নামঃ...

পিতা/স্বামীর নাম ঃ...

ঠিকানা ঃ...

এতদ্বারা আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ২০(৩) বিধিমতে অত্র পৌরসভার...................... নং ওয়ার্ডের.................................. পাড়া/মহল্লা/রাস্তা/বর্তমান হোল্ডিং নং.................................... (সাবেক হোল্ডিং নং.........................) এর উপর বাৎসরিক মূল্যায়ন উক্ত আইনের ৩১(১) বিধিমতে নতুন/পরিবর্তিত হইয়া নিম্নলিখিত হারে বাৎসরিক ট্যাক্স ও রেইট ধার্য করা হইয়াছে। ট্যাক্স ধার্যের মূল্যায়ন তালিকায় প্রস্তাবিত ট্যাক্স, মালিকানা, বাড়িঘর/দোকান/ইমারতের বিবরণ, ইত্যাদি বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে পুর্বের বকেয়া পৌরকর পরিশোধ করিয়া কর পুনঃবিবেচনার আবেদনের ফরম-'ছ' পৌরসভা কার্যালয় হইতে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করিয়া আবেদন করিতে পারিবেন। নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না এবং আপনার উপর ধার্যকৃত ট্যাক্সই চূড়ান্ত নির্ধারণ বলিয়া গণ্য হইবে। উক্ত ট্যাক্স আগামী................................ সনের......................... তারিখ হইতে কার্যকর করিয়া আদায় করা হইবে।

এমতাবস্থায়, আপনি স্বয়ং অথবা আপনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ট্যাক্স ধার্যের উপর কোন আপত্তি থাকিলে তাহা পুনঃবিবেচনার জন্য নির্ধারিত ফরম-'ছ' এর মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গতকারণ উল্লেখপূর্বক এই নোটিশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পৌরসভা কার্যালয়ে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

কর নির্ধারক মেয়র

.... পৌরসভা .... পৌরসভা।

পরিবর্তিত বার্ষিক কর ও রেইটঃ

বাৎসরিক মূল্যায়ন	ঃ ....
ইমারত ও ভূমির উপর কর	ঃ ....
কঞ্জারভেন্সি রেইট	ঃ ....
সড়ক বাতি রেইট	ঃ ....
পানি রেইট	ঃ ....

মোট -

(কথায় ঃ..)

নোটিশ জারির তারিখ ঃ............................. ।

[বিঃ দ্রঃ এই নোটিশ চূড়ান্ত নোটিশ বলিয়া গণ্য হইবে]

ফরম-ছ
[বিধি ২১(১) দ্রষ্টব্য]
কর নির্ধারণ তালিকা অথবা কর মূল্যায়ন তালিকা পুনর্বিবেচনার আবেদন

১. আবেদনের তারিখ ঃ ....

২. আবেদনকারীর নাম ঃ ....

৩. পিতা/স্বামীর নাম ঃ ....

৪. হোল্ডিং/বাড়ী নম্বর ঃ ....

৫. রাস্তা/মহল্লার নাম ঃ ....

৬. বাৎসরিক মুল্যায়ন

ক) বিদ্যমান ঃ ....

খ) সংশোধিত ঃ ....

৭. আবেদনকারী কর্তৃক মওকুফের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

৮. কলাম ১ হইতে ৭ পর্যন্ত শুদ্ধতা সম্পর্কে অফিসের প্রত্যায়ন পত্র ঃ

৯. পৌরসভার প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত ঃ

১০. প্রতিটি ইমারতের ক্ষেত্রে কর নিরূপণ ও আদায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির আদেশ ঃ

ক) আদেশের মর্ম ঃ

খ) চূড়ান্তভাবে নির্ধারণকৃত বাৎসরিক মূল্যায়ন ঃ

১১. কর নিরূপণ ও আদায় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ঃ

(১) .... (২) .... (৩) ....

(৪) .... (৫) ....

১২. আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া এবং কোন কিস্তি হইতে আদেশটি বলবৎ হইবে এই সম্পর্কে মন্তব্য ঃ

....

....

বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর

ফরম-জ

[বিধি ৩৪(২) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের রশিদ

(নকল করিবার জন্য কার্বন ব্যবহার করুন)

রশিদ ক্রমিক নম্বর..

দলিলের ক্রমিক নম্বর...

.... এর নিকট হইতে গৃহীত হইল, দলিলে উল্লিখিত বিক্রয় মুল্যের পরিমাণ...............................

প্রাপ্ত করের পরিমাণ..

সাব-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-ঝ

[বিধি ৩৩(৩) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের রেজিস্টার বহি

.... পৌরসভার পক্ষে

.... সাব-রেজিস্ট্রি অফিস

তারিখ	যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে	কর আদায় রশিদের (ফরম-জ) ক্রমিক নম্বর এবং দলিল নম্বর	দলিলে উল্লিখিত বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ	আদায়কৃত করের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর

তারিখ........................

সাব-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর ও

তারিখ ঃ......................

ফরম-ঙ

[বিধি ৩৩(৩) দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আদায়ের ক্যাশ বই

.... পৌরসভার পক্ষে

.... সাব-রেজিস্ট্রি অফিস

প্রাপ্তি						ব্যয়				
তারিখ	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ	রশিদ বইয়ের রশিদের ক্রমিক নম্বর	দৈনিক মোট টাকা	মন্তব্য	তারিখ	ব্যাংক/ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারিতে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ	চালান নম্বর	শতকরা কর্তন হিসাবে কত টাকা কর্তন করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ	কলাম ৭ ও ৯ এর যোগফল	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

মোট প্রাপ্তি.. মোট

ব্যায়..

প্রারম্ভিক স্থিতি... সমাপনী

স্থিতি......................................

সর্বমোট..

সর্বমোট...

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর স্বাক্ষর
তারিখ..........................

সাব-রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর ও
তারিখ ঃ.....................

ফরম-ট

[বিধি ৩৩(৪) দ্রষ্টব্য]

ট্রেজারি চালান

ফরম-ট মূল কপি			ফরম-ট দ্বিতীয় কপি			ফরম-ট তৃতীয় কপি		
.... পৌরসভার পক্ষে চালান হিসাব নম্বর............ ট্রেজারি/ব্যাংক তারিখ..			.... পৌরসভার পক্ষে চালান হিসাব নম্বর............ ট্রেজারি/ব্যাংক			.... পৌরসভার পক্ষে চালান হিসাব নম্বর............ ট্রেজারি/ব্যাংক		
জমাদানকারী	দফাসমূহের বর্ণনা	টাকার পরিমাণ	জমাদানকারী	দফাসমূহের বর্ণনা	টাকার পরিমাণ	জমাদানকারী	দফাসমূহের বর্ণনা	টাকার পরিমাণ
		টাকা ঃ মোট ঃ			টাকা ঃ মোট ঃ			টাকা ঃ মোট ঃ
সীলমোহর		স্বাক্ষর	সীলমোহর		স্বাক্ষর	সীলমোহর		স্বাক্ষর

ফরম-ঠ

[বিধি ৩৩(৫) দ্রষ্টব্য]

ট্রেজারী/সাব-ট্রেজারি/তফসিলী ব্যাংকে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের দৈনিক কর আদায়ের মাসিক বিবরণী

মাস............................ বৎসর.......................................

.... পৌরসভার পক্ষে

.... (সাব-রেজিস্ট্রির নাম)

কর আদায়ের তারিখ	ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারি/তফসিলী ব্যাংকের নাম	চালান নম্বর	আদায়কৃত করের পরিমাণ	মোট আদায়কৃত করের পরিমাণ	মন্তব্য

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ফরম-ড

[বিধি ৩৩(৬) দ্রষ্টব্য]

ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারি/তফসিলী ব্যাংকে বিভিন্ন পৌরসভা এলাকাধীন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরে আদায়কৃত করের একীভূত মাসিক বিবরণী

মাস............................বৎসর............................

আদায়কারী অফিসের নাম	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নাম	ট্রেজারি/সাব-ট্রেজারি/তফসিলী ব্যাংকে জমা করা হইয়াছে তাহার নাম	প্রেরিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য

জেলা রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবু আলম মোঃ শহিদ খান
সচিব ।

আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত । Web site: www.bgpress.gov.bd